মহারাজা তোমারে সেলাম

মুহাম্মাদ আলতামিশ নাবিল

মহারাজা তোমারে সেলাম
মুহাম্মাদ আলতামিশ নাবিল

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সাজ্জাদুল ইসলাম সায়েম

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রিন্টার্স
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

MOHARAJA TOMARE SELAM by Md. Altamis Nabil Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
First Edition: February 2019
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 200 Taka RS: 170 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-93600-0-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার বাবা আনিসুর রহমান নান্টু'কে।
লোকে বলে লেখালেখি রক্তে থাকে।
বাবার রক্তে ছিল লেখালেখি, সেখান থেকে ছিঁটেফোঁটা পেয়েছি যার
ফলশ্রুতিতে এই বই লেখা।

"Not to have seen the cinema of Ray (Satyajit Ray) means existing in the world without seeing the sun or the moon."

– Akira Kurosawa

মুখবন্ধ

মহারাজা তোমারে সেলাম! এই মহারাজাটি আর কেউ নয়, বাংলা ছবিকে যিনি নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতায়, সেই সত্যজিৎ রায়। তাঁর সমগ্র কর্ম-জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি একাডেমি সম্মানসূচক পুরস্কার অস্কারও অর্জন করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের পিতা সুকুমার রায় জন্মেছিলেন বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গ্রামে। তাই পৈতৃক সূত্রে বাংলাদেশি এই মানুষটির মহৎ সৃষ্টিগুলো নিয়ে আমাদের জানার আগ্রহ বিপুল। মহারাজা তোমারে সেলাম গ্রন্থটি সেই বিপুল আগ্রহকে মেটানোর প্রয়াসে লেখা। গ্রন্থটির রচয়িতা মুহাম্মাদ আলতামিশ নাবিল সত্যজিৎ-এর কালোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র সৃষ্টিগুলো নিয়ে বেশ বিস্তারিতভাবে লিখেছেন এই গ্রন্থে। সত্যজিতের চলচ্চিত্রগুলোকে নিয়ে প্রায় গবেষণা ঢংয়ে লেখা বইটিতে সত্যজিৎ নির্মিত ফেলুদা সিরিজের প্রথম দুটি ছবি সোনার কেল্লা ও জয়বাবা ফেলুনাথ সম্পর্কে তথ্যসহ সিরিজের অন্যান্য নির্মাণ নিয়েও বিশদ বলেছেন আলতামিশ নাবিল। অপু ত্রয়ী নিয়ে লিখেছেন অপুর পাঁচালী। গ্রন্থের এই সংযোজনাটিতে সত্যজিৎ রায় কীভাবে রেঁনোয়া এবং ভিত্তোরিয় ডি সিকা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছবি নির্মাণে ব্রত হলেন তা বর্ণিত হয়েছে সাথে অপু ত্রয়ীর তিনটি ছবি, পথের পাঁচালী, অপরাজিত এবং অপুর সংসার নিয়ে আছে সবিস্তারে আলোচনা যা ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্যেও রাখবে সহায়ক ভূমিকা। কাঞ্চনজঙ্ঘা, দেবী, অশনি সংকেত, পরশ পাথর, গুপী-বাঘা, কাপুরুষ, মহাপুরুষ, অরণ্যের দিনরাত্রি, নায়ক, শতরঞ্জ কি খিলাড়ি, আগন্তুকসহ সত্যজিৎ-এর প্রায় সব ছবি নিয়ে মুহাম্মাদ আলতামিশ নাবিলের বিস্তারিত লেখাগুলো সত্যজিৎকে নিয়ে আমাদের জানার আগ্রহ পুরোপুরি মেটাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। রবীঠাকুর বা তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে নির্মিত চলচ্চিত্র সম্পর্কে এই গ্রন্থে সংযোজিত আলোচনা আমাদের সামনে অন্য এক সত্যজিৎ-কে তুলে ধরে। এখানে আলোচিত হয়েছে; তিনকন্যা, চারুলতা, জলসাঘর, অভিযান শিরোনামের ছবিগুলো। আলোচিত হয়েছে সত্যজিৎ রায় নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র,

স্বল্পদৈর্ঘ্য ও টিভি প্রযোজনা নিয়েও। এক কথায় আলতামিশ নাবিল-এর মহারাজা তোমারে সেলাম গ্রন্থটিকে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র পাঠ সমগ্র বললেও ভুল বলা হবে না। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আলতামিশ নাবিলের পাঠ ও গবেষণা কতটা গভীর তা এই গ্রন্থ পাঠে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। সত্যজিৎ রায়ের সমাজ ও রাজনৈতিক ভাবনা, চলচ্চিত্র ভাবনা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে বাঙালি পাঠকেরা আরো বেশি সত্যজিৎ-ভক্ত হয়ে পড়বেন নাবিলের এই গ্রন্থ পাঠ করে। আমরা যখন পাঠবিমুখ সময় পার করছি তখন আলতামিশ নাবিলের সত্যজিৎকে নিয়ে এই পাঠ ও গবেষণা আমাদের আশাবাদী করে তোলে। তার লেখা মহারাজা তোমারে সেলাম গ্রন্থটি নতুন পাঠক সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাসুম রেজা

বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্য নির্দেশক

১১ই ডিসেম্বর ২০১৮, ঢাকা।

সূচি

সেলুলয়েডে সত্যজিতের ফেলুদা ৯
অপুর পাঁচালী ১৭
দেবী ও অশনি সংকেত ২৩
পরশ পাথর : সোনা চাই নাকি শান্তি? ২৭
গুপী আর বাঘা : আমরা দু'জনা রাজার জামাই ২৯
কাপুরুষ নাকি মহাপুরুষ! ৩৫
কলকাতা ত্রয়ী ও মহানগর : শহরের নানা রূপ ৩৮
সত্যজিৎ ও উত্তম জুটি : নায়ক ও চিড়িয়াখানা ৪৫
অরণ্যের দিনরাত্রি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা : বেড়িয়ে আসি অন্যত্র ৫০
তারাশঙ্করের গল্পে জলসাঘর ও অভিযান ৫৪
রবীঠাকুরের গল্পে সত্যজিতের চারকন্যা ৫৮
প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ শাসন ৬৩
সংলাপভিত্তিক গণশত্রু ও শাখা প্রশাখা ৬৮
শেষ ছবি আগন্তুক ৭২
প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও টিভি প্রযোজনা ৭৫
বোনাস আর্টিকেল : অস্কারপ্রাপ্তি, অ্যালিয়েন বিতর্ক ও কিছুকথা ৮২
সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চলচ্চিত্রের তালিকা ৮৬

ঋণস্বীকার

- ‘Satyajit Ray: The Inner Eye’ by Andrew Robinson
- “Portrait of a Director: Satyajit Ray” by Marie Seton
- ‘আমাদের কথা’- বিজয়া রায়
- ‘একেই বলে শ্যুটিং’-সত্যজিৎ রায়
- আইএমডিবিডটকম
- আনন্দবাজার পত্রিকা
- উইকিপিডিয়া
- সন্দীপ রায়
- নিমাই ঘোষ
- বিধান রিবেরু
- রজার ইবার্ট
- www.satyajitray.org

সেলুলয়েডে সত্যজিতের ফেলুদা

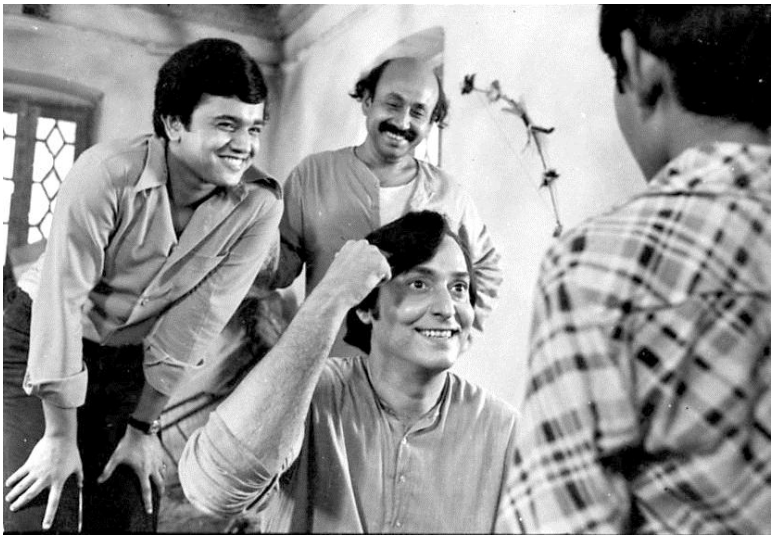

প্রদোষ চন্দ্র মিত্র, প্রদোষ সি মিটার, ফেলু মিত্তির কিংবা ফেলুদা! যে নামে তাকে ডাকুন না কেন, আর পাঁচটা বাঙালি যে রহস্যের সমাধান করতে পারেন না, সেটা একমাত্র পারেন সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা। জনপ্রিয় কাল্পনিক গোয়েন্দা চরিত্র প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদার প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল আজ থেকে ৫২-৫৩ বছর আগে ১৯৬৫-৬৬ সালের দিকে ছোটদের পত্রিকা সন্দেশে 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' নামক একটি ছোট গল্পের মাধ্যমে। ফেলুদা তখন ২৭ বছরের যুবক।

সাহিত্যপ্রেমী এমন কোন বাঙালি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যে ফেলুদায় মজেনি। কি নেই ফেলুদা সিরিজে? শুধু-কি গোয়েন্দাগিরি! না, তাতো নয়। এতে আছে ভ্রমণের মজা, সঙ্গে ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন.. আরো কত কি। ফেলুদার গল্পগুলো পাঠক কিংবা দর্শককে যেন থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ফেলুদা-তোপসে-জটায়ু'র এক একটা অভিযানের অংশ বানিয়ে নেয়।

১৯৬৫ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এই সিরিজের মোট ৩৫টি সম্পূর্ণ ও চারটি অসম্পূর্ণ গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। গল্পের পাশাপাশি ফেলুদা চরিত্রটিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক সিনেমা এবং টেলিভিশন ধারাবাহিক। পাঠকদের জন্য রইল সেলুলয়েডে ফেলুদার জার্নির গল্প।

সোনার কেল্লা (১৯৭৪)

ফেলুদার স্রষ্টা স্বয়ং সত্যজিৎ পরিচালিত রহস্য রোমাঞ্চ চলচ্চিত্র 'সোনার কেল্লা'। ১৯৭১ সালে রচিত উপন্যাস থেকে নির্মিত চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে। ছবিটির শুটিং হয়েছিল রাজস্থানে।

সোনার কেল্লার কাহিনি গড়ে উঠেছে মুকুল নামে একটি জাতিস্মর বালককে ঘিরে যে কিনা মাত্র ছ'বছর বয়সেই তার পূর্বজন্মের স্মৃতিচারণ করতে থাকে যেখানে ভেসে আসে একটি সোনার কেল্লা। প্যারাসাইকোলজিস্ট ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরা মুকুলকে পরীক্ষা করে মুকুলের সঙ্গে পশ্চিম রাজস্থানে সোনার কেল্লার খোঁজে যেতে রাজি হন। ইতোমধ্যে মুকুলের বাবার সন্দেহ হয় যে ছেলে মুকুল বিপদে পড়েছে। তিনি ফেলুদাকে কাজ দেন তার ছেলের খোঁজ করতে।

ছবিতে ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করেছিল শক্তিমান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তোপসে ও জটায়ুর ভুমিকায় যথাক্রমে সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ দত্ত। ডা. হেমাঙ্গ হাজরার চরিত্রে অভিনয় করেন শৈলেন মুখার্জী ও মুকুলের দুষ্ট লোক দুটি হলো অজয় ব্যানার্জী ও কামু মুখার্জী। ছবিতে আরো দেখা যায় ফেলুদার গুরু সিধু জ্যাঠাকে যার ভূমিকায় অভিনয় করেন হরিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ছবিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সেরা ছবি, সেরা পরিচালনাসহ তেহরান ইন্টারন্যাশন্যাল ফেস্টিভ্যাল অফ ফিল্মস ফর চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ং অ্যাডাল্টস-এ গোল্ডেন স্ট্যাচু অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৯)

সত্যজিৎ রায় নির্মিত দ্বিতীয় ও শেষ ফেলুদা চলচ্চিত্র 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবির নামের মধ্যেই একটা ভক্তিভাব রয়েছে, তাইতো? হ্যাঁ, পুরো ছবিটির দৃশ্যায়ন হয়েছে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ভারতের উত্তরপ্রদেশের শহর বেনারসে (কাশী)।

মহালয়ায় বের হয়েছে জটায়ুর নতুন বই 'করাল কুম্ভির'। তাই পুজোর ছুটিতে ফুরফুরে মেজাজে ফেলুদা-তোপসেকে নিয়ে লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু ঘুরতে আসে বেনারসে। কিন্তু কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ফেলুদা ছুটিতে বেড়াতে এসেও জড়িয়ে পড়ে এখানকার সম্ভ্রান্ত ঘোষাল পরিবারের একটি দামি গণেশ চুরির ঘটনায়। গল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক মগনলাল

মেঘরাজের উপস্থিতি। ফেলুদা সিরিজের উল্লিখিত খল চরিত্রগুলোর মধ্যে মগনলালকেই সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিপজ্জনক বলে গন্য করা হয়।

আগের ছবিটির মতো এ ছবিতেও ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শক্তিমান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তোপসে ও জটায়ুর ভূমিকায় যথাক্রমে সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ দত্ত। চলচ্চিত্রে মগনলাল মেঘরাজের ভূমিকায় দূর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন শক্তিমান অভিনেতা উৎপল দত্ত।

বাক্স রহস্য-টিভি ফিল্ম (১৯৯৬)

সত্যজিৎ রায়ের পর ফেলুদা নির্মাণের দায়িত্ব তুলে নেয় তারই স্নেহধন্য পুত্র সন্দীপ রায়। 'ফেলুদা ৩০' নামে ডিডি বাংলার জন্য টেলিফিল্ম সিরিজ নির্মাণ শুরু হয় যার প্রথম পর্ব 'বাক্স রহস্য'। অবশ্য পরে এই বাক্স রহস্য নন্দন কমপ্লেক্সে ফিচার ফিল্ম হিসেবে মুক্তি পায়।

ধনী ব্যবসায়ী দিননাথা লাহিড়ীর ট্রেনের কামরায় সুটকেস অদল-বদল হয়ে যায় যার মধ্যে ছিল প্রাচীন ভ্রমণকাহিনি লেখক শম্ভুচরণ বোসের তিব্বত ভ্রমণের ওপর লিখিত একটি দুর্মূল্য ম্যানস্ক্রিপ্ট। বাক্স অদল-বদলের রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব বর্তায় ফেলুদার ঘাড়ে। ছবির গল্প আবর্তিত হয় উত্তর ভারতের শিমলায়। ছবিতে ফেলুদার ভূমিকায় প্রথমবার দেখা যায় সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ ফেলুদা চিত্রায়ণের পরেও তাঁকে বাঙালি দর্শক ফেলুদা হিসাবে যথেষ্ট সমাদরের সাথে গ্রহণ করে। তোপসে ও জটায়ু চরিত্রে অভিনয় করেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। প্রতিবারের ফেলুদায় জটায়ুর একটি নতুন বইয়ের উল্লেখ থাকে। এবারের পর্বে জটায়ুর লেখা নতুন বইয়ের নাম 'বিদঘুটে বদমাশ'।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে (২০০৩)

সরাসরি বড় পর্দায় মুক্তির জন্য সন্দীপ রায়ের প্রথম ফেলুদা চলচ্চিত্রের নাম বোম্বাইয়ের বোম্বেটে। বাক্স রহস্য টেলিফিল্ম এবং ফেলুদার ওপর টেলিফিল্ম সিরিজগুলোতে অভিনয় করার পর ফেলুদার ভূমিকায় এ ছবিতে অভিনয় করেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। তোপসে আর জটায়ুর চরিত্রে পরপর কয়েক ছবির জন্য পাকাপোক্তভাবে নাম লেখান পরমব্রত চ্যাটার্জী ও বিভু ভট্টাচার্য।

নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এ ছবির মূল লোকেশন মুম্বাই শহর। লালমোহন বাবুর (জটায়ু) গল্প নিয়ে বলিউডে তৈরি হবে একটি কমার্শিয়াল ছবি, আর সেই ছবির শুটিং দেখতে ফেলুদা আর তোপসেকে নিয়ে জটায়ুর মুম্বাই গমন। গল্পে ছবির প্রযোজকের বাড়ি শিবাজী ক্যাসেলের লিফটের ভিতর সংঘটিত হয় একটি খুন আর হাতবদল হলো কলকাতা থেকে আনা জটায়ুর বইয়ের প্যাকেট। এভাবে জমাট বাঁধতে শুরু করে রহস্য। বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'র খল চরিত্রে আশীষ

বিদ্যার্থীর অভিনয় ছিল দুর্দান্ত। ছবিটি প্রযোজনা করেছিলো ঊষা কিরণ মুভিজ। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুয়ায়ী ৮০ লক্ষ রুপির ছবিটি ব্যবসা করেছিল ২ কোটি রুপি।

কৈলাসে কেলেঙ্কারি (২০০৭)

একদা সত্যজিৎ রায় আওরঙ্গবাদে ইলোরা গুহায় ভ্রমণ করেছিলেন। ভ্রমণকালে সেখানকার কৈলাস মন্দিরের সৌন্দর্যে তিনি এতটাই মজেছিলেন পরবর্তীকালে এটিকে উপজীব্য করে তিনি এই ছবির উপন্যাসটি লেখেন।

ফেলুদা, ভাই তোপসে এবং লেখক জটায়ুর সাহায্যে ভারতবর্ষজুড়ে প্রাচীন ভাস্কর্যের চোরাচালান এবং অবৈধ ব্যবসার তদন্ত করে। 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' নামক রোমাঞ্চকর এ ছবিতে কৈলাস নামক স্থানের ঐতিহাসিক মূর্তি বিষয়ক বর্ণনা আছে। ছবিটি প্রযোজনা করে টি-সরকার প্রোডাকশনস অ্যান্ড ভিথ্রিজি ফিল্মস। ছবিতে খল চরিত্রে অভিনয় করেছে দীপঙ্কর দে।

টিনটোরেটোর যীশু (২০০৮)

ছবির মূল গল্প ইতালির রেনেসাঁর যুগে আঁকা যিশুখ্রিস্টের এক পেইনন্টিংকে ঘিরে যেটি এঁকেছিলেন জ্যাকোবো টিনটোরেটো। পশ্চিমবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুরের ঐতিহ্যবাহী নিয়োগী পরিবারের পূর্বপুরুষ চন্দ্রশেখর নিয়োগী পেয়েছিলেন এই পেইন্টিংটি। বহুমূল্যবান এই চিত্রের প্রতি অনেকের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। বিভিন্নজন চিত্রকর্মটি চুরি করতে চায়, চুরির উদ্দেশ্য নিয়েই নিয়োগী পরিবারে হাজির হয় নকল চন্দ্রশেখর পুত্র। এরপর চলতে থাকে ফেলুদার চিত্রকর্মটি রক্ষা করার লড়াই। ছবিটির চিত্রায়ণ হয় কলকাতা, ছত্তিশগড়সহ চীনের দেশ হংকং-এ। এটিও প্রযোজনা করে টি সরকার প্রোডাকশনস অ্যান্ড ভিথ্রিজি ফিল্মস।

গোরস্থানে সাবধান! (২০১০)

এ-ছবিতে পরিবর্তন হলো তোপসে। পরমব্রত চ্যাটার্জীর স্থলাভিষিক্ত হলেন সাহেব ভট্টাচার্য। বড় পর্দার জন্য সন্দীপ রায় পরিচালিত চতুর্থ ফেলুদা চলচ্চিত্র এটি। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন নন-চার্চ সেমিট্রি, সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমিট্রি'কে আবর্ত করে রহস্যে মোড়া কিছু ঘটনা নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'গোরস্থানে সাবধান'। যে রহস্যটি সূচনা হয়েছিল একটি মূল্যবান ঘড়ি নিয়ে। অন্যান্য গল্পের মতো এবারে আর ফেলুদাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়নি, পুরো গল্পটি গড়ে উঠেছে কলকাতা শহরকে ঘিরে। ছবিতে খল চরিত্রে অভিনয় করেছেন সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' খ্যাত ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে দেখা মিলবে কিছু মজার প্লানচেট দৃশ্যের।